সংবাদ পরিষেবা | সেপ্টেম্বর ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

খরিফে বিভিন্ন ফসলের চাষ

২৯/১৮

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর খরিফ শস্যের বীজ বপন সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করেছে। এই তথ্য অনুযায়ী ধানের বীজ বোনা হয়েছে ৪ কোটি ৩ লক্ষ ৪১ হাজার হেক্টর জমিতে। গত বছর এই সময়ে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৮১ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের বীজ বপন করা হয়েছিল।

এ বছর ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে ডাল শস্যের বীজ বোনার কাজ শেষ হয়েছে। গত বছর ১ কোটি ৩১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ডাল চাষ হয়। শ্রীঅন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন মিলেটের জন্য ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৮২ লক্ষ ২১ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ শুরু হয়েছে। গত বছর ১ কোটি ৮১ লক্ষ ২৪ হাজার হেক্টর জমিতে মিলেটের চাষ হয়।

এ বছর ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে তেলবীজ বপন করা হয়েছে। গত বছর ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে তেলবীজের চাষ হয়। এ বছর ৫৯ লক্ষ ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে আখ চাষ হচ্ছে। গত বছর ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছিল। পাট ও মেস্তা চাষের জন্য এ বছর ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার হেক্টর জমিতে বীজ বোনা হয়েছে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার হেক্টর। এ বছর ১ কোটি ২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে কাপাস তুলোর চাষ শুরু হয়েছে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার হেক্টর।

মারণ খাবার

২৯/১৯

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি ভারতে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রীর বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংকলন করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এটি প্রকাশের জন্য তারা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশনের সাথে কাজ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে গত ১০ বছরে এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিক্রি প্রচুর বেড়েছে। মাঝে কোভিডের জন্য এগুলির চাহিদা কমলেও বর্তমানে তা প্রচুর বেড়েছে।

অতি -প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া কখনই ভালো হয়। এইসব খাবার এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি হয় যার থেকে ওয়েসিটি, বা মানুষের মোটা হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এছাড়া লিভারের রোগ সহ অন্যান্য রোগ বাড়ছে। বাড়ছে ডায়াবেটিক মানুষও। উপাদানগুলির তালিকায় রয়েছে কৃত্রিম মিষ্টি, রঙ এবং আরো অনেক কিছু যা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, চিনি এবং চকোলেট ব্যবহার করে তৈরি মিষ্টিগুলি চাহিদার ২০৩২ সাল অবধি আরো বাড়বে। এর সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে বিভিন্ন নোনতা খাবারও। এই ধরনের প্রবণতা রোধ করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এইসব খাবার বর্জন করে নিজেদের যত্ন নেওয়ার সময় এসেছে।

বর্জ্য জল থেকে জ্বালানি, সেচ, সার...

২৯/২০

বিশ্বব্যাপী, ৫০ শতাংশ অপরিশোষিত বর্জ্য জল নদী, হ্রদ এবং মহাসাগরগুলিতে প্রবেশ করে এবং এটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কার্বন-ডাই -অক্সাইড নির্গমণের জন্যও দায়ী। বিশেষজ্ঞরা মনে করে, সঠিক নীতি নিলে বর্জ্য জলের মাধ্যমে প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ করা সম্ভব। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনএপি'র) মেরিন অ্যান্ড ফ্রেশ ওয়াটার

অ্যাফেয়ার্স বিভাগের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরিষ্কার জল, শক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির বিকল্প উৎস হিসেবে বর্জ্য জল ব্যবহারের সময় এসেছে।

এই রিপোর্টে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি এবং প্ল্যাটফর্ম ফর গ্লোবাল ওয়েস্ট ওয়াটার ইনিশিয়েটিভ, বিশ্ব জল সপ্তাহে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে। এতে জলবায়ু বদলের থেকে যে উদ্বেগ জনমানসে তৈরি হয়েছে তা সমাধানের দিকে যাওয়া যাবে বলেও রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে।

রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্জ্য জল থেকে বায়োগ্যাস, তাপ এবং বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে, যদি তার জন্য উপযুক্ত বর্জ্য জল ব্যবস্থা দেশগুলি তৈরি করতে পারে। এর থেকে পাওয়া নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ফের কৃষি কাজে ব্যবহার করলে কৃষিতে কৃত্রিম সারের উপর নির্ভরতা কমবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্জ্য জলের ব্যবস্থার মাধ্যমে জার্মানির মোট এলাকার থেকে বেশি প্রায় ৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া যাবে।

প্রতিবেদনটিতে চিন, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, মিশর, ভারত, সুইডেন, সিঙ্গাপুর, সেনেগাল, ইসরায়েল সহ বিভিন্ন দেশের বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার সফল উদাহরণের কথাও বলা হয়েছে।

কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার জন্য জীববৈচিত্র ২৯/২১

জীববৈচিত্র কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র বলতে বিভিন্ন জিনগত, প্রজাতিগত এবং পরিবেশগত স্তরে জীবনের বৈচিত্র্যকে বোঝায়। এই বৈচিত্র খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন এবং কৃষির অপরিহার্য উপাদান। সম্প্রতি কুনমিং-মন্ট্রিওল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হয়েছে তাতে অর্ধেকেরও বেশি লক্ষ্য সরাসরি কৃষি-খাদ্য খাতের সাথে যুক্ত। এই ফ্রেমওয়ার্কে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএওকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তু সংস্থানের পুনরুদ্ধার, মাছের মজুত, টেকসই কৃষি, দায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনার মত ৪টি মূল সূচকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দূর অস্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ২৯/২২

রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা ডব্লুএমও'র প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু বদল রোখার লক্ষ্যে ধীর গতির কারণে দারিদ্র, খাদ্য ঘাটতি এবং মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াই স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে রেকর্ড তাপমাত্রা এবং চরম আবহাওয়া বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিপর্যয় ডেকে আনছে। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি স্থির করেছিল। তার মাত্র ১৫ শতাংশ বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে অর্জন করা গেছে। হাতে রয়েছে মাত্রা ৭ বছর।

ডব্লুএমও'র মতে, বর্তমান নীতির কারণে, এই শতাব্দীতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক শিল্প সভ্যতার সময় যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে কমপক্ষে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। প্যারিস চুক্তিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখার কথা বলা হয়েছিল। এর জন্য ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৪৫ শতাংশ কমাতে হবে। এছাড়াও, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন ২০৫০ সালের মধ্যে নেট শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘের ১৮ সংস্থা, 'ইউনাইটেড ইন সায়েন্স', এবং বিভিন্ন সহভাগীদের কাজ এবং উপলব্ধি থেকে সংকলন করা এই প্রতিবেদনটি দেখানো হয়েছে, কীভাবে জলবায়ু বিজ্ঞান এবং প্রাথমিক সতর্কতা জীবন ও জীবিকা বাঁচাতে পারে এবং খাদ্য ও জল সুরক্ষা, নির্মল শক্তি এবং উন্নত স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে।

চরম আবহাওয়ায় বাড়ছে খিদে ২৯/২৩

চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলিও বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার বিস্তারের একটি প্রধান উপাদান। রাষ্ট্রসংঘের অনুমান, ২০৩০ সালে আরো প্রায় ৬৭ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার হতে পারে। ইউনাইটেড ইন সায়েন্স-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু

পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল বা আইপিসিসি'র বিশ্লেষণেও দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনায় খারাপ স্বাস্থ্য এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াবে। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে চরম আবহাওয়ার জন্য, বিভিন্ন মহামারি যেমন ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর মতো জলবায়ু সংবেদনশীল রোগগুলির প্রাদুর্ভাব বাড়বে। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা ডব্লিউএমও-র একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, ১৯৭০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে জলবায়ু বদলের জন্য প্রায় ১২ হাজারটি চরম বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য ৪.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এসব ঘটনার বেশিরভাগই ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

অলাভজনক সংস্থাঃ কিছু তথ্য কিছু প্রশ্ন ২৯/২৪

- বাইজুসহ ৭০টি ভারতীয় স্টার্ট-আপ ২০২৩ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল– তার প্রভাব অর্থনীতিতে কী ভয়ঙ্কর হচ্ছে, তা নিয়ে লেখায় খবরে ভরে গিয়েছিল সংবাদ মাধ্যমগুলি।

- কিন্তু ১০০টিরও বেশি অলাভজনক সংস্থা– যার গত ৭ মাসের মধ্যে তাদের এফসিআরএ লাইসেন্স হারিয়েছে– তাদের নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই। এরকমই একটি সংস্থা কেয়ার, যারা ভারতে আইসিডিএস সেন্টারের ধারণা প্রসারের কাজ শুরু করেছিল যা পরবর্তীতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বড় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেই সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের ফলে প্রায় ৪ হাজার লোক কাজ হারিয়েছে।

- দেশের জিডিপি'র ২ শতাংশ আসে অলাভজনক সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এদের অধিকাংশ কর্মী ছোট শহর ও গ্রামে নিযুক্ত। সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ দুর্বল পরিবারের জন্য তারা কাজ করে।

- পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি (MoSPI) মন্ত্রকের ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, এই ধরনের নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলিতে ২৭ লক্ষ লোক চাকরি করে। আর ৩৪ লক্ষ লোক পূর্ণ সময়ের স্বেচ্ছাসেবক। এছাড়া রয়েছে আংশিক সময়ের স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ। অলাভজনক সংস্থাগুলি সরকারের তুলনায় বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

- ৫১৫ অলাভজনক সংস্থাকে নিয়ে করা CSO Coalition@75 পরিচালিত এবং গাইডস্টার ইন্ডিয়ার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে– ৪৭ শতাংশ সংস্থা যে অঞ্চলে কাজ করে, সেখানকার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস।

- অলাভজনক সংস্থাগুলি রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সংযোগকারী। এদের ৫০ ভাগেরও বেশি সংস্থা স্থানীয়ভাবে, গ্রামীণ এলাকায় এবং জেলাগুলিতে কাজ করে। এদের কাজের ক্ষেত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জীবিকা, জল ও পয়ঃব্যবস্থা বা স্যানিটেশন, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, নারী ও শিশু অধিকার, প্রতিবন্ধকতা জনিত সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে। এক কথায় বলতে গেলে এরা, নাগরিকের জীবনের প্রতিটি দিকের বিকাশের জন্য কাজ করে। তারা স্থানীয় জীবিকা তৈরি করে, দক্ষতা বিকাশ করে,সামাজিক গতিময়তার কথা প্রচার করে এব স্থানীয় ব্যবসা তৈরি করে। অলাভজনক সংস্থাগুলির অর্ধেক সরকারি সংস্থা(স্কুল, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র) এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাথে কাজ করে।তাদের শক্তিশালী করে, তারা আসলে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

- এইসব সংস্থায় কর্মরত লোকেদের কাজ সরকারি বা অন্যান্য চাকরি বা ব্যবসার মত নয়। প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নতির স্বার্থে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এরা কাজ করে। তাই এদের কাজ বন্ধ হলে মানুষ এবং সমাজের উন্নয়নের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছোয়।

- এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিলের কারণে অনেক সংস্থা যারা নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ করছিল, সেইসব এলাকার শিশু সুরক্ষা, টিকাদান, নবজাতকের মৃত্যু রোধ, স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়িগুলিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শৈশব শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং তার জন্য সামগ্রী তৈরি করা, বাচ্চাদের স্কুলে অভিভাবকদের জড়িত করা, যুবকদের জন্য দক্ষতা এবং জীবিকার সুযোগ তৈরি, সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলি সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান প্রতি আনুমানিক ৪ হাজার থেকে ৪ লক্ষ লাভার্থী এইসব পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সংস্থাগুলির এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল হওয়ার কারণে।

- এছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের, সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস তৈরির কাজ সংস্থাগুলি করত— তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

- গাইডস্টার ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুসারে, সমীক্ষা করা অলাভজনক সংস্থাগুলির ৬৪ শতাংশ বলেছেন যে, তাদের কর্মচারিরা তাদের নিজ নিজ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী।

- অনেক কর্মী যারা লাইসেন্স বাতিলের জন্য তাদের চাকরি হারিয়েছে, তারা সাধারণত স্নাতক বা কিছু ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এরা গ্রামে, জেলায় যেখানে উন্নয়নের কাজহয় সেখানকার বাসিন্দা এবং সংস্থাগুলির কাজের প্রধান শক্তি।

- চাকরি থাকলে কর্মীর একটি পরিচয় থাকে, কথাবার্তার গুরুত্ব থাকে, স্থাধীনতা থাকে, নিজের অর্থ থাকলে নিজের উন্নতি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এসব কিছুর ব্যবস্থা করা যায়।

- বেশিরভাগ গ্রামীণ সংগঠক যেখানে বাস করেন সেখানে সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। যদি শিল্প এবং অন্যান্য জীবিকার সুযোগের মত উন্নয়নের ফল এই অঞ্চলে পৌঁছে যেত, তাহলে এই ব্যক্তিদের একাধিক কর্মসংস্থানের বিকল্প থাকত।

- এত মানুষের কর্মসংস্থান এবং বিশাল সংখ্যক লাভার্থীদের সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করে অলাভজনক সংস্থাগুলি সরকারেরই সুবিধা করে দেয়। তবুও শুরুর সময় থেকেই এই ক্ষেত্র অসংগঠিত।

- এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অন্য সব ক্ষেত্রর মত দুর্নীতি (দুর্নীতি বলতে অর্থসহ সব ক্ষেত্রের নীতিহীনতার কথা বলা হচ্ছে) এই ক্ষেত্রেও রয়েছে। কিন্তু সরকারের তো দুর্নীতি দমনের অনেক ব্যবস্থাও রয়েছে। সেই ব্যবস্থা ব্যবহার করে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু ছোটখাট ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্নীতির সাজা এক হয়ে গেলে অবিবেচকের মত কাজহয়ে না কি! নাকি এই ক্ষেত্র সরকারের ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছে বলে অন্য সমালোচক ক্ষেত্রগুলির মতো, এদেরও মুখ বন্ধ করতে সরকার এমন সব কাজ করছে।

সুত্র ঃ ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, MoSPI Report

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু